গাংনীর খাসমহলে ১০ বোতল ফেনসিডিলসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

গাংনীর খাসমহলে ১০ বোতল ফেনসিডিলসহ মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে ধলা পুলিশ ক্যাম্প।

আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ধলা পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (এসআই) সাহেব আলী।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে খাসমহলে ধলা পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (এসআই) সাহেব আলীর নেতৃত্বে, এ এস আই আবুল কালাম আজাদ, ও এএসআই শামসুর রহমান, সঙ্গিও ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়। আটককৃত লালটু হোসেন(২৩) মোঃ শরীফ খানের ছেলে।

লালটু হোসেন একজন চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী বলে জানিয়েছে পুলিশ। পুলিশ জানায়, প্রকাশ্যে ফেনসিডিল বিক্রি করছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করা হয় লালটু হোসেনের বাড়িতে। এসময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর চেষ্টাকালে তাকে আটক করা ও বাড়িতে তল্লাশি করে ১০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়।

ধলা পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (এসআই) সাহেব আলী জানান, মাদক বিক্রির সময় হাতে নাতে তাকে আটক করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে গাংনী থানাতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

কোটচাঁদপুরে ২০ পিচ ইয়াবাসহ লক্ষ্মণ দেবনাথ আটক

কোটচাঁদপুরে ২০ পিচ ইয়াবাসহ লক্ষ্মণ দেবনাথ (৩১)কে আটক করেছেন কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ। আজ শুক্রবার স্থানীয় মেইনবাসস্ট্যান্ড থেকে তাঁকে আটক করা হয় বলে নিশ্চিত করেছেন থানার উপপরিদর্শক (এসআই) নাজিবুল হক।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদ পেয়ে কোটচাঁদপুর থানার পুলিশ স্থানীয় মেইনবাসস্ট্যান্ডে অভিযান চালান। আটক করেন লক্ষ্মণ দেবনাথকে। এ সময় তাঁর কাছ থেকে ২০ পিচ ইয়াবা উদ্ধার করেন পুলিশ। এ ব্যাপারে তাঁর বিরুদ্ধে কোটচাঁদপুর থানায় মাদক আইনে মামলা হয়েছে। লক্ষণ দেবনাথ কালিগঞ্জের বলরামপুর গ্রামের রহিত দেবনাথের ছেলে।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) নাজিবুল হক বলেন, কোটচাঁদপুর মেইন বাসস্ট্যান্ডে থেকে লক্ষন দেবনাথকে আটক করা হয়। এ সময় তাঁর জ্যাকেটের পকেট থেকে ২০ পিচ ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। লক্ষণের নামে কোটচাঁদপুর থানায় মাদক আইনে মামলা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় ইউএনও’র নিরাপত্তা কর্মী আনসার সদস্যের মরদেহ উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার ইউএনও অফিস ও সদর উপজেলার আনসার ব্যারাকের শৌচাগার থেকে জামাল উদ্দিন(৫৫) নামে অচেতন অবস্থায় এক আনসার সদস্যকে উদ্ধার করে হয়। উদ্ধার পরবর্তীতে রাত সাতটার দিকে সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

জামাল উদ্দিন কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার পান্টি ইউনিয়নের ঠাকুরবাড়িয়া গ্রামের গঞ্জের আলীর ছেলে। তিনি চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ফাতেমা-তুজ-জোহরার নিরাপত্তায় নিয়োজিত ছিলেন।

উদ্ধারকারী আনসার সদস্য সাইদুর রহমান বলেন, জামাল উদ্দিনসহ আমরা কয়েকজন সদস্য ডিউটিতে ছিলাম। এর মধ্যে যে কোনো এক সময় জামাল উদ্দিন আনসার ব্যাকারের শৌচাগারে যান। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলে আমরা খোঁজাখুঁজি করতে থাকি। পরে আনসার ব্যারাকের শৌচাগার মধ্যে জামাল উদ্দিনকে পড়ে থাকতে দেখি। দ্রুত জামাল উদ্দিনকে উদ্ধার করে

সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. আফরিনা ইসলাম বলেন পরীক্ষা-নীরিক্ষার পর জামাল উদ্দিনকে মৃত ঘোষণা করা হয়েছে। হাসপাতালে আসার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে তিনি স্ট্রোক করেছিলেন।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের পরিদর্শক (ওসি) শেখ সেকেন্দার আলি বলেন, সদর উপজেলার আনসার ব্যাকারের শৌচাগার থেকে এক আনসার সদস্যের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। প্রাথমিক ধারণা করা হচ্ছে তিনি স্ট্রোক করেছেন। ময়নাতদন্তের পর বিস্তারিত জানা যাবে।

চুয়াডাঙ্গায় পরিবেশ অধিদপ্তরের অভিযান, প্রায় ৯ লাখ টাকা জরিমানা

চুয়াডাঙ্গায় পাঁচটি ইটভাটায় অভিযান চালিয়েছে পরিবেশ অধিদপ্তর। অবৈধভাবে ইটভাটা পরিচালনার অভিযোগে এসব ভাটাকে ৮ লাখ ৯০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গার সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ সাহাদাত হোসেনের নেতৃত্বে ভ্রাম্যমাণ আদালত এই অভিযান পরিচালনা করেন। এ সময় পরিবেশ অধিদপ্তরের কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের সিনিয়র কেমিস্ট মোঃ হাবিবুল বাসার, সহকারী বায়োকেমিস্ট (প্রসিকিউটর) নরেশ চন্দ্র বিশ্বাস উপস্থিত ছিলেন।

অভিযান চলাকালে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার গহেরপুর মাঠ এলাকার সুপার ব্রিকস মালিক আফতাব হোসেনকে ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা, একই এলাকার জেবিএম ব্রিকসের মালিক মুকুল হোসেনকে ২ লাখ ২০ হাজার টাকা, আলমডাঙ্গা উপজেলার কুমারী ইউনিয়নের বন্ডবিল এলাকার এমএসবি ব্রিকসের মালিক আনিছ খনিকে ১ লাখ ৯০ হাজার টাকা, জামজামি

ইউনিয়নের ঘোষবিলা গ্রামের (ভিভিবি) ব্রিকসের মালিক ছাবদুল হোসেনকে ১ লাখ ৯০ হাজার টাকা ও জে ব্রিকসের মালিক শহিদুল ইসলামকে ১ লাখ ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এবং তাৎক্ষণিক জরিমানার টাকা আদায় করা হয়।

পরিবেশ অধিদপ্তরের কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের সিনিয়র কেমিস্ট মোঃ হাবিবুল বাসার বলেন, দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা এসব ইটভাটায় ইট পোড়ানো হচ্ছিল। এসব ইটভাটার পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র নাই এবং জেলা প্রশাসনের কোনো অনুমতি নেই। এ সুযোগে অবৈধভাবে বনজ কাঠ পুড়িয়ে পরিবেশ নষ্ট করছে। আর এই অভিযান অব্যাহত থাকবে জানান তিনি।

মেহেরপুরে ছোটো চুরি, বড় শাস্তি, ফেসবুকে সমালোচনার ঝড়

চুরির অপরাধে গিয়াস উদ্দিন (৬০) নামের এক বৃদ্ধকে ৪ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রট।

আজ বুধবার (২৪ জানুয়ারি) দুপুরের দিকে মেহেরপুর শহরে ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে তাকে কারাদন্ড দেওয়া হয়।

গিয়াস উদ্দিন মেহেরপুর সদর উপজেলার গোভীপুর গ্রামের কলিমুদ্দিনের ছেলে।

মেহেরপুর সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাজহারুল ইসলাম এই আদালত পরিচালনা করেন।

দন্ডবিধ ১৮৬০ এর ২৯১ ধারায় তাকে ৪ মাসের বিনাশ্রমর কারাদণ্ড দেওয়া হয় বলে জানান আদালতের বিচারক মাজহারুল ইসলাম।

এর আগে মেহেরপুর শহরের ভূমি অফিস পাড়ায় মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের সামনে ফরমান হার্ডওয়ার এন্ড সেনেটারিতে চুরি করার সময় তাকে হাতেনাতে আটক করে দোকান মালিক। পরে তাকে ভ্রাম্যমান

আদালতের মাধ্যমে কারাদণ্ড দেন তিনি।

এদিকে দণ্ডিত গিয়াস উদ্দিনের ৪ মাসের কারাদণ্ড নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে চলছে সমালোচনার ঝড়। বয়স্ক মানুষকে কারাদণ্ডকে কেন্দ্র করে অনেকেই লিখেছেন, সরকারের পুকুর চুরি করে পার পেলেও পেটের দায়ে ছোট চুরির সাজা ৪ মাস। অনেকেই ভ্রাম্যমান আদালতের বিচারকের তীব্র সমালোচনা করেছেন।

তবে, ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রট মাজহারুল ইসলাম বলেছেন, শহরের একটি হার্ডওয়্যার দোকান থেকে ১০ পিচ বলভাল্প পণ্য যার মুল্য ২৬ শ টাকা চুরি করে পালিয়ে যাচ্ছিলেন গিয়াস উদ্দিন।

সে এলাকার একজন চোর এবং মাদকাসক্ত। ভালো হওয়ার জন্য সে নিজের কারাদণ্ড চান। ৩/৪ মাস জেলে থাকলে ভালো হয়ে যাবে বলেও জানিয়েছেন এজন্য তার অনুরোধই ৪ মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

এদিকে বুড়িপোতা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শাহাজামান বলেছেন গিয়াস উদ্দিন একজন মাদকাসক্ত। সে নেশার টাকা জোগাড় করতে প্রায় ছোট খাটো চুরি করে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কনি মিয়া বলেন তার বিরুদ্ধে কোনো মামলা আছে কিনা আমার জানা নেই।

দর্শনায় দুই চাউল ব্যবসায়ীকে ভ্রাম্যমান আদালতে জরিমানা

দর্শনায় দুই চাউল ব্যবসায়ীকে ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে জরিমানা করা হয়েছে। আজ বুধবার (২৪ জানুয়ারি) দুপুরে শহরের দর্শনা রেল বাজারে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে এ জরিমানা করা হয়।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রোকসানা মিতা।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্র জানায়, আজ দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা

পৌরসভা এলাকায় দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, অবৈধ মজুদদারি প্রতিরোধ, এবং পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামুলক ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাজার মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এসময় পণ্যে পাটজাত মোড়ক ব্যবহার না করার কারণে পণ্যে পাটজাত মোড়ক বাধ্যতামুলক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১০ এর আওতায় দুইজন ব্যবসায়ীকে জরিমানা প্রদান করা হয়।

এ সময় চাউল ব্যবসায়ী বাশার আলী,আব্দুর রহমানকে ,চাউলের দাম বেশি রাখায় ও প্লাষ্টিকের মোড়ানো বস্তায় রাখার অপরাধে দুই ব্যবসায়ীকে ১ হাজার টাকা করে দুই ২ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে ভ্রাম্যমান আদালত। এ অভিযানে অংশ নেয় দর্শনা থানার একটি চৌকস টিম।

জীবননগরে নদীর মাটি কেটে বিক্রয়; ২জনকে জরিমানা

চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে অবৈধভাবে ভৈরব নদীর মাটি উত্তোলন ও কেটে বিক্রি করার অপরাধে দুইজনকে ১লক্ষ টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালত।

আজ বুধবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার মনোহরপুর ইউনিয়নের পেয়ারতলা গ্রামের বোয়ালমারী মাঠে অভিযান পরিচালনা করে এ জরিমানা আদায় করা হয়।

জীবননগর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তিথী মিত্র এ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সুত্রে জানা গেছে, বুধবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলার পেয়ারতলা গ্রামের বোয়ালমারী মাঠে অভিযান পরিচালনা করে অবৈধভাবে ভৈরব নদীর মাটি কেটে ও উত্তোলন করে ইট ভাটায় বিক্রি করার সত্যতা পান। অবৈধভাবে ভৈরব নদীর মাটি উত্তোলন ও কাটা এবং ইট ভাটায় বিক্রি করায় জমির মালিক মো.জসীম উদ্দিনকে ৫০ হাজার টাকা, ট্র্যাক্টরের মালিক

মনোহরপুর গ্রামের রবিউল ইসলামের ছেলে বাবলুর রহমানকে একই ধারায় ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

বালুমহল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন মোতাবেক উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তিথি মিত্র ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে দুইজনকে সর্বমোট ১০০,০০০/= এক লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করেন।

উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তিথি মিত্র বলেন, অবৈধভাবে ভৈরদ নদী থেকে মাটি কাটা,উত্তোলন ও বিক্রিসহ বিভিন্ন অনিয়ম পরিলক্ষিত হওয়ায় বালুমহল ও বালু ব্যবস্থাপনা আইনে ২জকে সর্বমোট ১লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করে আদায় করা হয়।কৃষি জমি রক্ষায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

কুষ্টিয়ায় কিশোর হত্যা মামলায় যুবকের যাবজ্জীবন কারাদন্ড

কুষ্টিয়ায় কিশোর গ্যাংয়ের ছুরিকাঘাতে এসএম ইমরান নাজির (১৬) নামে এক এসএসসি পরিক্ষার্থী নিহতের মামলায় ইমন ওরফে ঝুনু (২৪) নামের এক যুবকের যাবজ্জীবন কারাদন্ড ও অর্থদন্ডাদেশ দিয়েছেন আদালত।

আজ বুধবার বিকেলে কুষ্টিয়া (জেলা ও দায়রা জজ) নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিশেষ আদালতের বিচারক সৈয়দ হাবিবুল ইসলাম আসামীর উপস্থিতিতে এই রায় ঘোষনা করেন।

সাজাপ্রাপ্ত ইমন ওরফে ঝুনু সদর উপজেলার জগতি গবরপাড়া গ্রামের বাসিন্দা সাহাদত হোসেনের ছেলে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে শিশু আদালতে কর্তব্যরত রাষ্ট্রপক্ষের অতিরিক্ত কৌসুলি এ্যাড. কাজী সাইফুদ্দিন বাপ্পী জানান, সদর উপজেলার জগতি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের উত্ত্যোক্তের ঘটনার

প্রতিবাদ করায় এবং বিষয়টি স্কুলের শিক্ষকদের বলে দেয়ার ঘটনার জেরে ২০১৫ সালের ২ মার্চ বিকেলে দন্ডপ্রাপ্ত যুবক ইমন ওরফে ঝুনু(২৪)র নেতৃত্বে ইমন (১৬), আসফিম(১৬), আরসিল(১৬), শাকিল(১৬) ও সোহাগ(১৭) নেতৃত্বে দলবদ্ধ ভাবে দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নিহত ইমরানকে ঘিরে ধরে মারপিট ও ছুরিকাঘাত করে রক্তাক্ত জখম করে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়।

এঘটনায় নিহত স্কুল ছাত্র ইমরানের পিতা সদর উপজেলার জগতি ৩নং কলোনির বাসিন্দা মৃত: কাশেদ আলীর ছেলে হিটু সেখ বাদি হয়ে ৩ মার্চ,২০১৫ কুষ্টিয়া মডেল থানায় কিশোর গ্যাংয়ের নেতা ইমন ওরফে ঝুনুসহ ৬জনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাত অরও ৩/৪ জনের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা দায়ের করেন।

মামলাটি তদন্ত শেষে ২০১৬ সালের ১৪ জানুয়ারি কুষ্টিয়া মডেল থানার উপ পুলিশ পরিদর্শক মো: ওবাইদুর রহমান ৬ জনের বিরুদ্ধে হত্যাকান্ডে জড়িত অভিযোগ এনে আদালতে চার্জশীট দাখিল করেন।

বিশেষ শিশু আদালতে কর্তব্যরত রাষ্ট্রপক্ষের অতিরিক্ত কৌসুলি এ্যাড. সাইফুদ্দিন বাপ্পী আরও জানান, ‘স্কুল ছাত্রীদের ইভ টিজিং বা যৌন হয়রানির ঘটানার বিষয়টি স্কুলের শিক্ষকদের বলে দেয়ার জের ধরে নিহত ইমরানের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে এই হত্যাকান্ড ঘটেছিলো। ঘটনার সময় এজাহার নামীয় সকলেই কিশোর বয়সী হওয়ায় তাদের বিচার কার্যক্রম শিশু আদালতে সম্পন্ন হয়েছে। এই মামলায় স্বাক্ষ্য শুনানী শেষে ইমন ওরফে ঝুনু’র বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীত প্রমানিত হওয়ায় এবং ঘটনার সময় তার বয়স বিবেচনায় শিশু আদালতের সর্বোচ্চ শাস্তি ১০বছরের কারাদন্ড দিয়েছেন আদালত। এছাড়া চার্জশীট ভুক্ত অন্য ৫ আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমানিত না হওয়ায় তাদের বেকসুর খালাস দিয়েছেন আদালত।

মেহেরপুরে পরিবেশ অধিদপ্তর ও

র্যাবের অভিযান, ভাটা মালিককে জরিমানা

পরিবেশ অধিদপ্তর খুলনা বিভাগীয় কার্যালয় ও র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) এর যৌথ অভিযানে ইটভাটা মালিককে এক লাখ ও গাড়ির ৩ চালককে জরিমানা করা হয়েছে।

আজ বুধবার (২৪ জানুয়ারি) দুপুরের দিকে পরিবেশ অধিদপ্তর খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মমতাজ বেগমের নেতৃত্বে পৃথক এই ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালিত হয়।

র্যাব-১২, সিপিসি-৩, মেহেরপুর কোম্পানী কমান্ডার এএসপি মোঃ মনিরুজ্জামান ও র্যাবের একটি দল এসময় উপস্থিত ছিলেন।

কয়লার পরিবর্তে কাঠ পোড়ানোসহ নানা অভিযোগে মেহেরপুর সদর উপজেলার টেংরামারী গ্রামে এমআরএইচ ব্রিকস্ এর মালিক মোঃ রুহুল আমিন(৫৫)কে ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ (সংশোধনী ২০১৯) ধারায় এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।

এছাড়া মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা সড়কে মেহেরপুর আঞ্চলিক পাসপোর্স অফিসের সামনে মহাসড়কের উপর মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে সড়ক পরিবহন আইনের শব্দ দূষণ বিধিমালা ২০০৬ ভঙ্গের অপরাধে চুয়াডাঙ্গার মোঃ হান্নানকে ৫ শ টাকা, মোঃ ইমন হোসেনকে ১ হাজার টাকা এবং মোঃ মশিউর রহমানকে ৫শ টাকা অর্থদন্ড করা হয়।

র্যাবের উপস্থিতি টের পেয়ে গাঁজা ফেলে পালালেন মাদক ব্যবসায়ীরা

র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) এর অভিযান টের পেয়ে পালিয়ে গেলেন চার গাঁজা ব্যবসায়ী। পরে ঘটনাস্থলে অভিযান চালিয়ে

চার কেজি ২ শ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করে র্যাবের টিম।

আজ বুধবার (২৪ জানুয়ারি) বিকাল সাড়ে পাঁচটার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর কলোনিপাড়া এলাকার সিরাজপুর মাঠ নামক স্থানে এই অভিযান চালানো হয়।

এই গাঁজা উদ্ধারের ঘটনায় র্যাবের পক্ষ থেকে মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর গ্রামের মোহন আলীর ছেলে রাকিবুল ইসলাম ওরফে ড্যানি
(২৪) এবং গাংনী উপজেলার গাঁড়াডোব গ্রামের মাঠপাড়া এলাকার মৃত এমাজ উদ্দিনের ছেলে মারফত মন্ডলসহ অজ্ঞাত আরো দুজনের বিরুদ্ধে ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬(১) সারণীর ১৯(ক) ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

র্যাব-১২ এর সিপিস-৩ এর কোম্পানি কমান্ডার সহকারী পুলিশ সুপার মো: মনিরুজ্জামান এই ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, কয়েক ব্যক্তি পাচারের উদ্যেশ্যে গাঁজা জড়ো করেছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়।র্যাবের অভিযান টের পেয়ে গাঁজা ফেলে তারা পালিয়ে যায়। পরে ঘটনাস্থল থেকে চার কেজি ২ শ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়।